তারিখ ... 07 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

দৈনিক
ইত্তেফাক

দাবি না মানলে ১ নভেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতি

মন্ত্রীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বৈঠক সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

চলতি মাসের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ১ নভেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতিতে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। দাবি-দাওয়া পূরণের বিষয়ে গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে বৈঠকের পর বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতারা এ কথা জানান। এর আগে সকালে ফেডারেশনের সভায় ১ নভেম্বর থেকে লাগাতার কর্মসূচির বিষয় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হওয়া এ বৈঠকে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল যোগ দেন। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতারা তাদের ৫ দফা দাবি তুলে ধরেন। এসময় তারা পৃথক বেতন কাঠামোর জন্য একটি কমিশন গঠনের দাবি জানান।

সচিবালয়ে বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা পরিবারের সদস্য হিসেবে তিনি শিক্ষকদের দাবির বিষয়গুলো শুনেছেন। শিক্ষকদের মর্যাদা, ইজ্জত, সম্মান ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার বিষয়টি। সুতরাং এটিকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেই। সেই সঙ্গে যে বেতন কাঠামো হয়েছে, শিক্ষকরা যে যুক্তি তুলে ধরেছেন, আমি গিয়ে মন্ত্রী পরিষদে বিষয়টি তুলবো। আমরা শিক্ষা পরিবার মনে করি- শিক্ষকরাই আমাদের সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। শিক্ষকরা নিয়ামক শক্তি। আমি আশা করি- একটি সুষ্ঠু সমাধান বেরিয়ে আসবে। যেহেতু সরকার শিক্ষকদের এই দাবি আমলে নিয়ে কমিটি করেছে, সে জন্য তাদের প্রতি আহ্বান, তারা যেন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের কোনো ক্ষতি না করেন।

বৈঠকের শুরুতে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষকদের দাবিটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ জন্য বেতন বৈষম্য নিরসন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। শিগগিরই এ কমিটির সভা হবে। সেখানে শিক্ষকদের এ দাবির বিষয়টি যাতে কার্যকরভাবে উপস্থাপন করা যায়, সে জন্যই আলোচনা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন বলেন, গত পাঁচ মাস ধরে শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন।

তিনি বলেন, আমাদের সম্মানের জায়গায় হাত দেবেন না, বেতন না দেন সমস্যা নেই। মর্যাদার সুষ্ঠু সমাধান না হলে লাগাতার আন্দোলনে যাওয়ার চাপ রয়েছে। আমরা মনে করি, সে কর্মসূচিতে যাওয়া লাগবে না।

ফেডারেশনের মহাসচিব এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেছেন, ৩০ অক্টোবরের মধ্যে দাবি মানা না হলে ১ নভেম্বর থেকে ফেডারেশনের সভায় লাগাতার কর্মবিরতি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এএসএম মাকসুদ কামাল বলেন, শিক্ষকদের দাবি উপেক্ষিত পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

দাবি না মানলে

২০ পৃষ্ঠার পর

হলে লাগাতার কর্মবিরতি পালন ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না। এই শিক্ষক নেতা বলেন, বেতন বৈষম্য নিরসনে সাত সদস্যের মন্ত্রিসভা কমিটির মধ্যে অর্থমন্ত্রী ছাড়া সবাইকে চিঠি দেয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য 'সুবিবেচনাপ্রসূত ছিল না। দাবি মেনে নিলে কমিটিকে অভিনন্দন জানাবো।

বৈঠকে শিক্ষকদের জন্য অবিলম্বে একটি আলাদা বেতন কমিশন গঠনের দাবি জানানো হয়। এ দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত অষ্টম বেতন কাঠামো পুনর্নির্ধারণ করে জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকদের বেতন-ভাতা গ্রেড-১, অধ্যাপকদের গ্রেড-২, সহযোগী অধ্যাপকদের গ্রেড-৩, সহকারী অধ্যাপকদের গ্রেড-৫ এবং প্রভাষকদের গ্রেড-৭ নির্ধারণের দাবি জানান তারা।